



147626 - দ্বীনরে উপর অবচিল থাকার উপায়সমূহ

প্রশ্ন

দ্বীনরে উপর অবচিলতা এনে দেয়ে এমন উপায়গুলো কী কী? বিশেষতঃ আমার চারদিকে অনেকে ফতিনা, কুপ্রবৃত্তির হাতছানিও সংশয় বদ্যমান। আমি যখন রাস্তায় হাঁটি তখন গানরে শব্দ শুন। যখন ঘরে থাকি তখনও রাস্তা থেকে গানরে শব্দ আমার কানে আসে। এছাড়া আরও অনেকে অনেকে ফতিনা। শাইখ, আমি আপনার কাছে দ্বীনদাররি দৃঢ়তা ও হদোয়াতরে দোয়া চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফতিনার যুগে যে সকল মাধ্যম দ্বীনরে উপর অবচিল থাকতে সাহায্য করে সেগুলো দুই প্রকার:

এক:

ঈমান ও ইয়াক্বীন বৃদ্ধিকরে এমন কিছু মাধ্যম। যগুলো বান্দাকে আল্লাহর আনুগত্যরে প্রতি উৎসাহিত করে এবং নকে আমলরে দিকে ধাবিত করে। এগুলোর মাধ্যমে বান্দা ঈমানরে স্বাদ আস্বাদন করে।

এমন মাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে: সরল পথরে হদোয়াত চয়ে দোয়া করা। মুসলমিমাত্রই তাকে প্রত্যেকে নামায়ে দোয়া করতঃ হয়: **أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** ‘আমাদরেকে সরল পথে পরিচালিত করুন’।

ইমাম ত্বাবারানী ‘আল-কাবীর’ (৭১৩৫) গ্রন্থে বর্ণনা করছেন: শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলছেন: ‘হে শাদ্দাদ ইবনে আউস! যদি তুমি দেখতে পাও যে, মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করছে তখন তুমি এই বাক্যগুলো সঞ্চয় করো: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ** **مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ** ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আনুগত্যরে উপর অবচিলতা ও সৎপথে দৃঢ় থাকার প্রার্থনা করছি। আপনার কাছে আপনার রহমতকে আবশ্যিককারী ও আপনার ক্ষমাকে অনাবির্যকারী আমলসমূহ প্রার্থনা করছি...’ [পূর্ণ হাদীস। শাইখ আলবানী ‘সলিসলিতুল আহাদীস আস-সহীহা (৩২২৮) গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করছেন]

তন্মধ্যে আরও রয়েছে: আল্লাহর দ্বীনরে উপর অবচিলতা এবং এ ব্যাপারে কোনও প্রকার ছাড় না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন:



وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“আর এই হচ্ছে আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথই অনুসরণ করো; অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না; তাহলে সসেব পথ তোমাদেরকে তার পথ থেকে বচ্ছিন্ন করে দাবে। তিনি তোমাদেরকে এই আদেশে দিয়েছেন যে তুমি তোমরা (বহিঃস্থ থেকে) বঁচে থাকতে পারো।”[সূরা আন’আম: ১৫৩]

তিনি আরো বলেন:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

“আল্লাহ দৃঢ় কথা (তাওহীদকে কালমো) দ্বারা মুমিনদেরকে পার্থক্য জীবন ও পরকালে দৃঢ় রাখেন।”[সূরা ইব্রাহীম: ২৭]

কাতাদাহ বলেন: ‘দুনিয়ার জীবনে তিনি তাদেরকে ভালো কাজ ও নকে আমলরে মাধ্যমে সুদৃঢ় রাখেন। আর ‘আখিরাত’ে মানো কবর’ে।’[তফসীরে ইবনে কাসীর (৪/৫০২)]

এর মধ্যে আরো রয়েছে: সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা।

ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নত ও হাদীয়াতপ্রাপ্ত খলীফাদের সুন্নত অনুসরণ করবে, দাঁত দিয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরবে। দ্বীনরে মধ্যে নব উদ্ভাবতি বিষয়গুলো থেকে আপনারা বঁচে থাকবেন। কারণ প্রতিটি নব-উদ্ভাবতি বিষয় বদীআত। আর প্রতিটি বদীআতই ভ্রষ্টতা।”[হাদীসটি আবু দাউদ (৪৬০৭) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদে হাদীসটিকে বশিদ্ধ বলে গণ্য করেন]

এর মধ্যে আরো রয়েছে: বেশে বেশি আল্লাহর যিকির করা।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: ‘শয়তান আদম সন্তানরে অন্তরে উপর উপড় হয়ে বসে থাকে। সে যখন (আল্লাহকে) ভুলে থাকে বা গাফলে থাকে তখন তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। আর যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে দূরে সরে যায়।’[তফসীরুত ত্বাবারী (২৪/৭০৯-৭১০)]

দুই:

কছু মাধ্যম যা ফতিনায় পড়া থেকে রক্ষা করে।

এর মধ্যে রয়েছে: আল্লাহর নরিদশের উপর ধরৈযধারণ করা।

আবু দাউদ (৪৩৪১) বর্ণনা করেন: আবু সা'লাবাহ আল-খুশানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘তমোদরে সামনে আসছে ধর্মের দনিসমূহ। সে সময় ধর্মের ধারণ করা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে ধারণ করার মতো। এ সময়ে আমলকারীর জন্য রয়েছে অনুরূপ পঞ্চাশ জন আমলকারীর নকী। জিজ্ঞাসে করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! তাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জনের আমল? তিনি বলেন: ‘তমোদরে মধ্যকার পঞ্চাশ জনের আমল।’ [শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে এই হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

এর মধ্য আরা রয়েছে: প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। সহীহ মুসলিম (২৮৬৭) আছে: যাদে ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদেরকে বলেন: ‘তমোদরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।’ তখন তারা বলল: **نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ** ‘আমরা আল্লাহর কাছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থেকে আশ্রয় চাই।’

এর মধ্য আরা রয়েছে: আল্লাহর নজরদারি অনুভূতি ও আল্লাহর অধিকারগুলো সংরক্ষণ।

তিরমযী (২৫১৬) বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তুমি আল্লাহর (বধিান) রক্ষা কর, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করবে, তাহলে আল্লাহকে তুমি তোমার সম্মুখে পাবে।” [শাইখ আলবানী সহীহুত তিরমযীতে হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘তুমি আল্লাহকে সংরক্ষণ করো, আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করবেন— বাক্যটি প্রমাণ করে যে মানুষ যতক্ষণ আল্লাহর দ্বীন সংরক্ষণ করবে ততক্ষণ আল্লাহ তাকে সংরক্ষণ করেন। কিন্তু কীসের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ করবেন?’

শরীরের সংরক্ষণ, অর্থের সংরক্ষণ, পরিবারের সংরক্ষণ এবং দ্বীনদারির সংরক্ষণ। আর এই শেষোক্তটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ তিনি তোমাকে বিভিন্ন তিও বচিযুতি থেকে রক্ষা করবেন। কারণ মানুষ যত বেশি হিদোয়াতের পথে আগায়, আল্লাহ তার হিদোয়াতকে তত বেশি বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যারা সঠিক পথ অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদেরকে বেশি বেশি হিদোয়াত এবং তাকওয়া দান করেন।” আর যত বিভিন্ন হয়, আল্লাহ তার বিভিন্ন তি আরও বাড়িয়ে দেন। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। [শারহু রিয়াদসি সালহীন (পৃ. ৭০)]

এর মধ্য আরা রয়েছে: নেককার মুমনিদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তারা ছাড়া অন্য ফতিনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহচর্য পরিত্যাগ করা।

আবু দাউদ (৪৯১৮) বর্ণনা করেন: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘মুমনি মুমনির দর্পণ। মুমনি মুমনির ভাই। সে তাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং অনুপস্থিতিতে তার



হফযত করে।’[শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে এটকি হাসান বলে গণ্য করেন]

‘তার অনুপস্থিতিতে তার হফযত করে’ অর্থাৎ তাকে রক্ষা করে এবং সাধ্যমত তার পক্ষ লড়াই করে।

এছাড়া আবু দাউদে (৪৮৩৩) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘ব্যক্তি তার বন্ধুর ধার্মিকতার অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে।’[শাইখ আলবানী সহীহ আবু দাউদে হাদীসটকি হাসান বলছেন]

দ্বীনরে ক্ষেত্রে অবচিলতার সবচয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো নিজেকে ফতিনার সম্মুখীন না করা এবং ফতিনা ও এর কারণসমূহ থেকে সর্বাত্মক দূরে থাকার প্রচেষ্টা করা। ফলে অন্তররে অবস্থা পরিশুদ্ধ থাকে এবং সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে। দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: “কউ যদি দাজ্জালরে আবরিভাব শুনতে পায় তাহলে সে যেনে তার থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহর কসম! কোনও কোনও ব্যক্তি নিজেকে অবশ্যই (ভালো) মুমনি মনে করে তার কাছে আসবে, কিন্তু দাজ্জাল য়ে সংশয়গুলো উত্থাপন করবে সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে তাকে অনুসরণ করবে।”[আবু দাউদ (৪৩১৯) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী হাদীসটকি সহীহ আবু দাউদে সহীহ বলে গণ্য করেন]

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের ও আমাদের মুসলমি ভাইদের জন্য দ্বীনরে উপর অবচিলতা এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ফতিনা থেকে নিরাপত্তা কামনা করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।